ভোট প্রদানে বাধাসৃষ্টিকারীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে

মেহেরপুরের মুজিবনগরে গণভোট ২০২৬ উপলক্ষে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সঙ্গে প্রশাসনের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার সকাল সাড়ে ১১টার সময় মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে মুজিবনগর স্মৃতি কমপ্লেক্স মিনি সংসদ ভবনে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ড. সৈয়দ এনামুল কবীর বলেন, “আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে আপনারা নির্বিঘ্নে অংশগ্রহণ করবেন। যার যার মতামত প্রদান করবেন। যদি কোনো রাজনৈতিক দল ভোটারদের ভোট দিতে বাধা দেয়, আমাদের জানান। আমরা তার বিরুদ্ধে কঠোরভাবে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।”

এ সময় সকল ভোটারকে ভোট কেন্দ্রে গিয়ে নির্বিঘ্নে ভোট প্রদান করার পরামর্শও প্রদান করেন জেলা প্রশাসক।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাইফুল হুদার সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা নির্বাচন অফিসার এনামুল হক, সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সাকির আহমেদ।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার হাফিজুর রহমানের সঞ্চালনায় গণভোট বিষয়ক প্রেজেন্টেশন উপস্থিত সকলের মাঝে তুলে ধরা হয়। এসময় আসন্ন গণভোট উপলক্ষে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ তাদের মতামত ও পরামর্শ উপস্থাপন করেন।

মতবিনিময় সভায় সরকারি কর্মকর্তা, স্কুল ও কলেজের শিক্ষকগণ, মুক্তিযোদ্ধা, জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক, মসজিদের ইমাম, গির্জা ও মন্দিরের পুরোহিত, গ্রাম পুলিশ এবং সরকারি বিভিন্ন অফিসের সুবিধাভোগীগণ অংশগ্রহণ করেন।

দিনের ভোট রাতে রাতের ভোট দিনে, অতীতের নির্বাচন ধারণা ভুলে যান

জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির বলেছেন, অতীতের নির্বাচনের ধারণাগুলো ভুলে যান। আমরা এখানে কাউকে ভয়-ভীতি সৃষ্টি করতে কাউকে এলাও করবো না, সে যেই হোক না কেন। কোনো ধরনের পেশি শক্তি যদি কেউ প্রদর্শন করে, তাকে আমরা আইনের আওতায় নিয়ে আসবো, সে যেই হোক না কেন এবং মানুষকে কালো টাকা, বেশি শক্তি, ভয়-ভীতি, প্রেসার ক্রিয়েট করে মানুষকে ভোট দেওয়াতে বাধ্য করবে এই ধরনের যত ফোর্স আছে, আমরা আমাদের পক্ষ থেকে নির্দ্বিধায় বলছি, আমরা তাদেরকে আইনের আওতায় নিয়ে আসবো।

গণভট ২০২৬ উপলক্ষ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক এবং মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠান প্রধানদের সাথে গণবোধ প্রচার প্রচারণা বিষয়ে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শনিবার সকাল ১১টায় উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় উপজেলা পরিষদ হলরুমে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ সকল কথা বলেন তিনি।

তিনি আরো বলেন, ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে কেউ বাধা হয়ে দাঁড়ালে, এটা আসলে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নির্মাণ করতে অসুবিধা করবে এবং নির্দ্বিধায় যদি আমাদের জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করতে না পারে, এই জাতি এগোতে আর পারবে না।

আমরা আগের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি দিনের ভোট রাতে, রাতের ভোট দিনে; একজনের ভোট আরেকজন এসে দিয়ে দিচ্ছে; নির্বাচন জেতার জন্য ব্যাপক কালো টাকা মানুষের মাঝে বিলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। প্রতীক বরাদ্দের পর যে প্রার্থীরা প্রচারণায় নামবেন, আমি তাদের প্রতি অনুরোধ করবো এখন থেকে আপনারা এই ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকবেন। আমাদের নলেজে আসলে আমরা আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হব।

মতবিনিময় সভার সভাপতিত্ব করেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোঃ খাইরুল ইসলাম। এসময় উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা

নির্বাহী কর্মকর্তা সাইফুল হুদা, সদর থানার অফিসার ইনচার্জ হুমায়ুন কবির, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সুকুমার মিত্র, জেলা আনসার ও ভিডিপির জেলা কমান্ড্যান্ট মোঃ কামরুজজামান প্রমুখ।

এছাড়াও এসময় জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধি এবং প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

মাদক ব্যবসায়ীদের কোনো ধরনের ছাড় দেওয়া হবে না

মুজিবনগরের মতো ঐতিহাসিক স্থানে এসে নিজেকে ধন্য মনে করছি। মেহেরপুরের মুজিবনগরের জন্য প্রথমেই একটি উদ্যোগ নিতে চাই মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স। এই উপজেলায় কারা মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত আমরা তাদের শনাক্ত করবো এবং তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। মাদক ব্যবসায়ীদের কোনো ধরনের ছাড় দেওয়া হবে না।

রবিবার দুপুরে মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক, সাংবাদিক, মুক্তিযোদ্ধা ও সুধীজনদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন নবাগত মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির।

জেলা প্রশাসক আরও বলেন, আপনারা মুজিবনগরের বিভিন্ন সমস্যা দূরীকরণ ও সম্ভাবনা নিয়ে যেসব মতামত দিয়েছেন, সেগুলোর সমাধান ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সব উদ্যোগ নেওয়া হবে। সর্বোপরি, আমি একটি শান্তিপূর্ণ নির্বাচন উপহার দিতে চাই। তরুণ ভোটাররা যেন নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারে সে ধরনের পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে। এজন্য আপনাদের সবাইকে যার যার অবস্থান থেকে সহযোগিতা করতে হবে। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যেকোনো কাজ সফল করা সম্ভব।

সভায় সভাপতিত্ব করেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পলাশ মণ্ডল। সভায় মুজিবনগরের বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা তুলে ধরে

বক্তব্য দেন মুজিবনগর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আব্দুল মোমিন, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, জেলা জামায়াতের পেশাজীবী বিভাগের সেক্রেটারি আল আমিন ইসলাম বকুল, উপজেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, উপজেলা জামায়াতে ইসলামের সাধারণ সম্পাদক খায়রুল বাসার, জাতীয় নাগরিক পার্টির জেলা যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফ হোসেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন মেহেরপুর জেলা মুখ্য সংগঠক শাওন শেখ, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা ও মোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসক রকিব উদ্দীন, মুজিবনগর প্রেসক্লাব সভাপতি ওমর ফারুক প্রিন্স, বীর মুক্তিযোদ্ধা আহসান আলী খান, মুজিবনগর উপজেলা ইমাম সমিতির সভাপতি তৌহিদুল ইসলাম, গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জহিরুল ইসলাম, দারিয়াপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আওলিয়া।

অনুষ্ঠানের শুরুতে একাডেমির সুপারভাইজার হাসনাইন করিমের সঞ্চালনায় মুজিবনগর উপজেলার বিভিন্ন ভিডিওচিত্র প্রদর্শন করেন উপজেলা সহকারী প্রোগ্রামার মাসুদ রানা।

অনুষ্ঠান শেষে অসহায় ব্যক্তি ও আশ্রয়ণ প্রকল্পের বাসিন্দাদের মাঝে টিন ও সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়।

মুজিবনগরে যত মানুষ, রোপণ হবে তত গাছ

মুজিবনগরের মত একটি জায়গায় আসতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। আমি মেহেরপুরের মুজিবনগরের জন্য প্রথমেই একটি উদ্যোগ নিতে চাই। সেটা হলো মুজিবনগর উপজেলায় যত জনবল রয়েছে, তাদের মাথাপিছু একটি করে গাছ রোপণ করা। তখন আমরা বলতে পারবো মুজিবনগরে যত মানুষ রয়েছে, তার অনুযায়ী গাছ রয়েছে।

আজ বুধবার দুপুরে মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক, সাংবাদিক, মুক্তিযোদ্ধা ও সুধীজনদের সাথে মতবিনিময় কালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসকল কথা বলেন নবাগত মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল সালাম।

তিনি আরো বলেন, মুজিবনগরের প্রতিটি মানুষ যাতে নিজের স্বাক্ষর করতে পারে, সে লক্ষ্যে আমরা কাজ করবো। যে কোন ধরনের সেবা নিতে গেলে যারা স্বাক্ষর জানে না তাদের স্বাক্ষর শেখিয়ে তারপর সেবা দেওয়ার বিষয়ে নিশ্চিত করবো। এছাড়া স্বাস্থ্য বিষয়ে তিনি বলেন, যে গর্ভবতী মা সিজার অপারেশন এড়িয়ে নরমাল ডেলিভারিতে সন্তান প্রসব করবে, আমাদের কাছে খবর আসা মাত্র প্রশাসন থেকে তাকে পুরস্কৃত করা হবে।

তিনি বলেন, আপনারা মুজিবনগরের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের বিষয়ে যে সকল মতামত দিয়েছেন, সেগুলো সমাধানসহ উন্নয়নের জন্য যাবতীয় কাজ করতে আমি উদ্যোগ গ্রহণ করবো।

এ জন্য আপনাদের সকলকে যার যার স্থান থেকে আমাদের সহযোগিতা করতে হবে। কারণ সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সব কিছুর উন্নয়ন সম্ভব।

মতবিনিময় সভার আগে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মণ্ডলের সভাপতিত্বে মুজিবনগরের বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনার কথা তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামের আমীর তাজ উদ্দিন খান, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, জনপ্রতিনিধি আব্দুর রশিদ, নাগরিক পার্টির জেলা যুগ্ম সমন্বয়ক আরিফ হোসেন, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি ওমর ফারুক প্রিন্স, বীর মুক্তিযোদ্ধা আহসান আলী খান, মুজিবনগর উপজেলা ইমাম সমিতির সভাপতি তৌহিদুল ইসলাম, মুজিবনগর ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ ইসমাইল হোসেন, গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জহিরুল ইসলাম ও ভবানীপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আমিনুর রহমান।

অনুষ্ঠানের শুরুর দিকে একাডেমির সুপারভাইজার হাসনাইন করিমের সঞ্চালনায় মুজিবনগর উপজেলার বিভিন্ন ভিডিওচিত্র প্রদর্শন করেন মুজিবনগর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাজমুস সাদাত রত্ন।

মুজিবনগরে বিভিন্ন সরকারি

দপ্তর পরিদর্শন করলেন জেলা প্রশাসক

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী ইউনিয়ন ভূমি অফিসসহ বিভিন্ন সরকারী দপ্তর পরিদর্শন করেছেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ।

সোমবার সকালে তিনি মোনাখালী ইউনিয়ন ভূমি অফিস, মোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদ, ও মুজিবনগর আদর্শ মহিলা কলেজ পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি সরকারী কাজের অফিসের নথিপত্র যাচায়-বাছায় করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডল ও মুজিবনগর উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি নাজমুস সাদাত রত্ন।

আত্মহননের চেষ্টায় ব্যর্থ

মানুষগুলোর পাশে আমাদের

দাঁড়াতে হবে

যারা আত্মহত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন, তারা সমাজে অনেক সময় অবহেলার শিকার হন। তাদের আত্মবিশ্বাস কমে যায়, তারা স্বাভাবিকভাবে সমাজে মিশতে পারেন না। অথচ এই মানুষগুলোকেই আমাদের আগলে রাখতে হবে। তাদের সমাজের মূলধারায় ফিরিয়ে আনাই আমাদের মূল লক্ষ্য।

বৃহস্পতিবার দুপুরে কোটচাঁদপুর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে বলুহর ইউনিয়ন পরিষদ অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত বিশেষ উঠান বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আওয়াল।

জেলা প্রশাসক জানান, বাংলাদেশের মধ্যে আত্মহত্যার হার সবচেয়ে বেশি ঝিনাইদহ জেলায়। এ নিয়ে আমরা প্রতিটি উপজেলায় কাজ করছি। ইতোমধ্যে কয়েকটি উপজেলার কিছু ইউনিয়নে কার্যক্রম শুরু হয়েছে। যদিও একা আমার পক্ষে জেলার সব ইউনিয়নে গিয়ে সবার কথা শোনা সম্ভব নয়, তবুও উপজেলা প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোকে এ বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, জীবনকে ভালোবাসুন, আত্মহত্যাকে না বলুন এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আমরা সচেতনতামূলক কাজ করছি, এই উঠান বৈঠক তারই অংশ।

উঠান বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী আনিসুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট তানভীর ইসলাম, কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আমানউল্লাহ আল মামুন, কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কবির হোসেন মাতুব্বর, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা জহিরুল ইসলাম, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা বসির আহমেদ, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা শিলা বেগম এবং বলুহর ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ওলিয়ায় বহমান।

উঠান বৈঠকে বলুহর ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ড থেকে গত ২৫ বছরে আত্মহত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়া মোট ৪৫ জন।

মুজিবনগরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করলেন জেলা প্রশাসক

মুজিবনগরে লেখাপড়ার মান উন্নয়নে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেছে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক শিফাত মেহেনাজ।

বৃহস্পতিবার বেলা এগারোটার দিকে উপজেলার শিবপুর আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ভবানীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি শিক্ষার্থীদের সাথে লেখাপড়ার খোজ খবর নেন।এবং

শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার বিষয়ে বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করেন।

এ সময় মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডল, সহকারী কমিশনার ভূমি নাজমুস সাদাত রত্ন, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মামুন উদ্দীন আল আজাদ, প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার হাফিজুর রহমান, উপজেলা প্রকৌশলী এমদাদুল হক উপস্থিত ছিলেন।

পরিদর্শন শেষে দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গাছ রোপনের উদ্বোধন করেন।

ঝিনাইদহে রেলপথ বাস্তবায়নের দাবীতে জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান

ঝিনাইদহ জেলা শহরে রেলপথ চাই বাস্তবায়ন পরিষদের পক্ষ থেকে ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসক মোঃ আব্দুল আউয়ালের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে।

বুধবার (২১ মে) দুপুরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ঝিনাইদহ শহরে রেলপথ স্থাপনের দাবিতে ধারাবাহিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

সেসময় উপস্থিত ছিলেন “ঝিনাইদহ শহরে রেলপথ চাই” বাস্তবায়ন পরিষদের সভাপতি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ ওরফে রেল আব্দুল্লাহ, সিনিয়র সহ-সভাপতি মোহাম্মদ আব্দুস সবুর, সাধারণ সম্পাদক আরিফা ইয়াসমীন লিম্পা, মুখ্য সংগঠক আনোয়ার ফিরোজ মাসুম, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ইফাজ তানভির মিন্টু, সাংগঠনিক সম্পাদক শাহিনুর রহমান, কোষাধ্যক্ষ জাহিদুল ইসলাম ও কার্যকরী সদস্য পারভীন সুলতানাসহ সংগঠনের সকল স্তরের নেতাকর্মী। এবং জেলা বিএনপি’র সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এ কে এম ওয়াজেদ হোসেন। এছাড়াও ঝিনাইদহ শহরের সকল রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পেশাজীবি সংগঠনের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের কর্মচারী সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত

মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের স্থানীয় সরকার শাখার গোপনীয় শাখার সহকারী এ এস এম আসাদুল ইসলাম জিকো (৪০) সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন।

আসাদুল ইসলাম জিকো মেহেরপুর সদর উপজেলার কুলবাড়িয়া গ্রামের প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল ওয়াদুদ হোসেনের ছেলে। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। গত শনিবার সন্ধ্যায় মুজিবনগর থেকে মোটরসাইকেলে সহকর্মীর সঙ্গে মেহেরপুর ফেরার পথে কেদারগঞ্জ মোড়ে একটি পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়।

দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে তিনি রাস্তায় ছিটকে পড়েন। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। পরে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল হয়ে ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দুই দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর রবিবার রাত সাড়ে ১২টায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। দুর্ঘটনার পরপরই মুজিবনগর থানা পুলিশ ঘাতক পিকআপ ভ্যান ও এর চালককে আটক করে। এ ঘটনায় মুজিবনগর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। সোমবার বাদ জোহর গাঁড়াডোব কেন্দ্রীয় কবরস্থানে তার নামাজে জানাজা শেষে দাফন সম্পন্ন হবে।

গাঁড়াডোব ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও বিএনপি নেতা আখেরুজ্জামান জানান, বাবা-মা মারা যাওয়ার পর জিকো তার শ্বশুর নজরুল ইসলামের গাঁড়াডোবের বাড়িতে বসবাস করতেন।

জিকোর মৃত্যুতে সহকর্মীরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আবেগঘন পোস্ট করছেন। তারা লিখেছেন, “চাকরিজীবনে জিকো অত্যন্ত ভালো ব্যবহারের অধিকারী ছিলেন। তিনি সবসময় হাসিমুখে সকলের সঙ্গে ভালো আচরণ করতেন। আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি যেন জিকোকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করেন।